

পৃথিবীর ইতিহাস

(১১/১২/২০২০এবং২০২১-২০২৩)

প্রথম খণ্ড

কুন্তল চক্রবর্তী

কিছু বিশেষ কারণবশত আর্টিস্টিক ব্যালোটের চক্রবর্তীকে কুন্তল চক্রবর্তী নামে বলা

- পৃথিবীর বিজ্ঞান[01.01.2024-31.01.2024]
- প্রথম পত্র[31.03.2024-24.05.2024]
- অলিম্পিক[31.05.2024-31.12.2024]
- অবসরকাল[10.02.2024-21.02.2024]
- বারোবিদ্যা[30.05.2024-31.05.2024]
- বারোবিদ্যা[30.05.2024-31.05.2024]
- শেষ পত্র[31.12.2025-01.01.2026]

বই পলিকে তারই লেখা
পৃথিবীর ইতিহাস (11.12.2020and2021-2023)নামক বইতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো, এবং এটি আর্টিস্টিক
ব্যালোটের চরম সিদ্ধান্ত।





কুন্তল চক্রবর্তী

সূচিপত্র	
গল্পের নাম	পৃষ্ঠা নম্বর
• তোপের মুখে আগুন	01
• আবিরে মাথা কঙ্কাল	03
• তোপের নীচে সোনার খনি	05
• হস্তিগড় রহস্য	07
• সেই মাথা জিবন্ত	10
• গোরস্থানে তুলকালান	12
• কল্প কথার গল্পচোর	14

তোপের মুখে আগুন

সুপ্রভাত আমার নাম কৃষ্ণচরণ। আমি পেশায় গোয়েন্দা। আজ সকাল থেকেই কেসের জন্য মনটা লাফাচ্ছিল। আর আমার মনের লাফানোর উদ্দেশ্য সফল। কেসটা আসলো ১১টা২০মিনিটে।

কেসটা হলো এই যে একটি ব্রিটিশ আমলের কমনীয়তা থেকে কে যেন প্রতিদিন রাতে গোলা দাগে এবং যখন কামানের কাছে যাওয়া হয় তখন দেখা যায় কামানের মুখ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কিন্তু তার পাশে কিংবা পাশের ফুলের বাগানে কোনো জনপ্রাণীরও চিহ্ন নেই।

পরদিন আমি যখন গন্তব্যে পৌঁছালাম তখন ১১টা২৫ বাজে। কামানটি ছিলো জমিদার অনিন্দ সেনের বাড়িতে। আমি তার বাড়িতে ঢোকার সময় লক্ষ্য করেছি। কমনটি লম্বায় প্রায় তিন-মানুষসম। কামানটির চারদিকে লোহারগ্রিল দিয়ে ঘেরা। কিন্তু কি আশ্চর্য, কামানে গোলা নেই তবুও কেউ যেন গোলা দাগে প্রতিদিন। আবার কামানের মুখে ধোঁয়া। কি ব্যাপার কি জানি..!

আমাকে আকর্ষিক-ভাবে ভাবলো পরদিন জমিদার অনিন্দ সেনের হত্যা। কিন্তু এ কী করে হতে পারে? প্রথমে গোলা দাগার শব্দ শোনা যাওয়া। তারপর এ মৃত্যু, মাথাটা একদম ঘেঁটে গেলো আমার। আমি ঠিক করলাম এবার আমি রাতে জেগে থেকে দেখব কে প্রতিদিন ওই কামানথেকে গোলা দাগে। রাতে খাবার-দাবার খেয়ে যখন কমনটির ওপর নজর রাখতে বসলাম তখন বাজে রাত ১১টা৩০। ধীরে ধীরে নিশ্চিন্ততা গ্রাস করলো চারপাশটাকে। তাও কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। শুধু মাঝে মধ্যে ঝাঁঝিঁ পোকাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এরই মধ্যে কখন চোখটা একটু লেগেগিয়েছিলো খেয়ালই নেই।

হঠাৎ শোনা গেলো এক বিশাল শব্দ আর তৎক্ষণাৎ সেদিকে দেখতেই আমার চক্ষুচড়কগাছ। জমিদারের খাস-চাকর কামানে একটা গোলা ঢুকিয়ে তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরের দিকে ছুট লাগালো। আমি পরদিন সকালে জমিদারের খাস-চাকর বাদে সবাইকে খুলে বললাম, আর সবাইকে আজ রাতে সবাই কামানের আশে-পাশে লুকিয়ে থাকতে বললাম।

রাত প্রায় ১০টা৪৫ বাজে এমন সময় মূর্তিনানের দেখা পাওয়া গেলো। সে যেই কামানের কাছে এলো আমরা সবাই তাকে জাপটে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিলাম। পরে শুনেছিলাম বিচারে তার ফাঁসি হয়েছে। এই কেসের পর কেটে গেছে একটা গোটা মাস। হঠাৎ কি-এক প্রসঙ্গে ঘটনাটা মনে পড়লো, আমি তৎক্ষণাৎ সেই থানার অফিসারকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করলাম আসলে ব্যাপারটা ঠিক কি হয়েছিল? উত্তরে তিনি যা বললেন তা ঠিক এইরকম - “জমিদারের ওই খাস-চাকর গোপনে জমিদার-বাড়ির মূল্যবান জিনিস-পত্র বিদেশে বিক্রি

করত। ক্রমশ ধীরে ধীরে সময়েরনিয়েমে সে আরও লোভী হয়ে উঠলো। এরপর আর জিনিসপত্র নয়, সোজা একেবারে জমিদারবাড়িটাকেই বিক্রির মতলব করে ছিলো সে। সেই কারণেই ওই গোলা-দাগার নাটকটা সাজিয়ে ছিলো যেন সবার মনে হয় এসব ভূতের কীর্তি আর বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু পথের কাটা হয়ে দাড়ালো জমিদার অনিন্দ সেন। তাই তাকেও সে নিজে রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেললো। এবং জমিদার বংশের পরবর্তী জমিদার অর্থাৎ অনিন্দ সেনের পুত্রকে কোথাও বোন্দি করে রেখে দিয়েছিলো।”

পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে তার বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

*Artistic
Ballets*

আবিরে মাখা কঙ্কাল

সুপ্রভাত আমার নাম কৃষ্ণচরন। আমি পেশায় একজন গোয়েন্দা। আজ সকাল ১১টা১০ মিনিটে একটা কেস আসলো। কেসটা হলো রমেশ নামক এক ব্যক্তির দাদা হঠাৎ নিখোঁজ। কিন্তু কিছু দিন পর তার দাদার আধখাওয়া মৃত দেহ পাওয়া গেলো। কঙ্কাল বিশিষ্ট জায়গাটা দেখে মনে হয় যেন কেউ ভালো করে আবির মাখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের বিশ্বাস যে এটি একটি খুন।

পরদিন সকালে সেখানে যখন পৌঁছলাম তখন বাজে ১১টা৩০। আমি গন্তব্যে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রোমেশবাবু কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠলেন দাদাকে যে নির্মমভাবে হত্যা করেছে সে যেন কোনোভাবেই পালাতে না পাড়ে। আমি তাকে সান্তনা দিয়ে বললাম-“ আপনার দাদার খুনিকে আমি ধরে দেবই” । এরপর আলাপ হলো স্থানীয় স্থানীয় থানার অতনু মিত্রের সাথে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম বাঘ বা বুনো-শুয়োরের কাজ হতে পারে কি? তিনি উত্তরে জানালেন তারও অনুমান কতকটা নাকি তাই, তবে এ-এলাকায় কোনোদিন বাঘের উপদ্রব আছে বলে-তো জানিনা। তবে রমেশ বাবু ও আমার একই মত, এটা খুন। কিন্তু খুনের প্রমাণ লাসের আশেপাশে কোথাও পাওয়া যায়নি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম লাসটা কি একবার দেখা যাবে? তিনি উত্তরে জানালেন আপাতত না। আমি তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম তা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কি বলছে। তিনি আবার আমাকে নিরাস করে জানালেন, যে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এখনো আসেনি। এরপর একে একে বাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর রমেশ বাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার দাদার কি কারোসাথে শত্রুতা ছিলো? তিনি প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন হ্যাঁ সুরেশের সাথে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই সুরেন আবার কে? কি নিয়েইবা আপনার দাদার সাথে শত্রুতা ছিলো? তিনি আমাকে উত্তরে যা জানালেন তা এই রকম, সুরেন হলো একটা আস্ত গুন্ডা এবং রমেশ বাবুর দাদার সাথে তার একটা জমি নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল।

পরদিন সকালে অতনু মিত্র এসে খবর দিলেন পোস্টমর্টেম রিপোর্টে এটা ন্যাচারাল ডেথ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরপর আমরা গেলাম ডেথ স্পটটা দেখতে। ডেথ স্পটটা নদীর ধারে হওয়ায় ধারণা করাই স্বাভাবিক যে এটা বাঘ বা বুনো শুকরের কাজ, কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়, ওই আবির মাখানো অংশটা নিয়ে। আমার মনের সুপ্ত প্রশ্নের উত্তর পেলাম ওখানেই একটা ঝোপের আড়ালে, কতগুলি অজানা ওষুধের বোতল পরে আছে। আমি অফিসার অতনু মিত্র কে বললাম ওগুলোকে ফরেনসিক-ল্যাবে পাঠিয়েদিতো। পরদিন সকালে তিনি জানালেন সেটি এমন এক পদার্থ যা বিজ্ঞানের চোখে ধরা দেয়না।

এবার মনে হয় ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকেছে। ব্যাপারটা হলো প্রথমে রমেশবাবুর দাদাকে সুরেন অপহরণ করে, এবং নিজের কাজ হাসিল করে তাকে খুন করে দেয়। আর এই ভাবনা অতনু মিত্রের কাছে প্রকাশ করলে তিনি জানান তারও ভাবনা কতকটা তাই, কিন্তু তিনি তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ এখনো পাননি তাই তাকে জেরা করতে পারছেননা। এরপর তার প্রায় দুদিন দেখা নেই। হঠাৎ একদিন আবির্ভূত হয়ে বললে কৃষ্ণচরণবাবু পেয়েছি, পেয়েছি সুরেন বিরুদ্ধে প্রমাণ, আমি অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বেরকরে এনেছি, চলুন। রোমেশবাবুর বাড়ি থেকে প্রায় দুঘন্টা গাড়ি ও পনেরো মিনিট পদাতিক সফর সাজ করে আমি, অফিসার মিত্র ও তার পুলিশ-বাহিনী সুরেনের ডেরায় পৌঁছালাম। বেশ মনোরম পরিবেশ ওইরকম কর্যকলাপের জন্য। দেড়াতো দুকেই প্রথমেই চোখে পড়ল বিভিন্ন মাদবদ্রব্য ও বিভিন্ন বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র বোঝায় করে রাখা, এবং সুরেন নামক ব্যক্তিকে খোঁজার জন্য আমাদের বেশি পরিশ্রম করতে হলোনা। এরপর খবর পেয়েছিলাম বিচারে তার সশ্রম-যাবতজীবন কারাবাস হয়েছিল। কালের নিয়মে কেটে গেলো গোটা একটা বছর, কি এক প্রসঙ্গে ঘটনাটা মনে পড়তেই সটান ফোন করলাম অফিসার মিত্রকে, আর তিনি যা বললেন তা এই রকম -“ যে জমিটা নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল সেই জমিতে সুরেন একটি ফ্যাক্টরি খুলতে চেয়েছিল। কিন্তু রমেশ বাবুর দাদা এবিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন, কারণ তিনি ছিলেন একজন পরিবেশ বিজ্ঞানী, তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ওই ফ্যাক্টরির জন্য মাটির দূষণ প্রায় দশগুণ বেড়েযেতো।”

তোপের নীচে সোনার খনি

সুপ্রভাত আমি কৃষ্ণচরন। আমি পেশায় গোয়েন্দা, জামি আজ সকালে যখন নিজের কুকুর প্লটোকে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ছিলাম। তখন ঘটলো একটা অদ্ভুত কাণ্ড, প্লটো হঠাৎ করে একটি বাড়ির দিকে ছুটে গেলো। আমিও তার পিছনে ছুট লাগলাম, সে দেখি আমি আসতে আসতে বাড়িটির ভিতর ঢুকে পরেছে। নেহাত পরিস্থিতির শিকার হয়েই আমাকেও সেই বাড়িটির ভিতর ঢুকতে হলো। বাড়িটির ভিতর ঢুকে আমাকে বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। সে দরজার একপাশে ল্যাজ বিশিষ্ট কুকুরের মতো বসে ছিলো। আমি মখন তাকে নিয়ে বেড়িয়ে আসছি তখন পিছন থেকে এক গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এলো-“কে আপনি? আর এখানে কী করছেন?” আমি তখন বললাম আমার নাম কৃষ্ণচরন, আমি পেশায় একজন গোয়েন্দা। আমি এখানে আমার কুকুরটাকে নিতে এসেছিলাম। আপনাদের বিরক্ত করার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী, তখন সেই ব্যক্তি নরম সুরে বল্লেন আসলে আমরা একটা ব্যাপার নিয়ে গভীর চিন্তিতো আছি।

আমি বললাম কিছু যদি না মনে করেন আমিকি ব্যাপারটা জানতে পারি? তখন তিনি বলতে শুরু করলেন-“এখন থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে সেই নবাব-বাদশার যুগে যখন হিরে, সোনারাদানা চোরাচালান হতো তখন একবার আমার দাদু অর্থাৎ আদিনাথ সরকার ধরিয়ে দিয়ে ছিলেন, তার ফলে যত সম্পত্তি উদ্ধার হয়েছিলো তার অর্ধেক তিনি পেয়েছিলেন। তার পর থেকেই তাঁর পদে পদে প্রাণহানি সম্ভাবনা দেখা দিতে শুরু করলো। আমাদের বাড়িতে একটি তোপ আছে বটে তবে তা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর একদিন দাদু আর বাবা মিলে আমাদের সবাইকে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে ভেতরে দুজনে যে কি করলো কে জানে, তার একদিনের মধ্যই দাদুকে কেউ প্রকাশ্যদিবালোকে খুন করে দিলো, তার পর গতবছর বাবাও ইহলৌকিকমায়া ত্যাগ করেছেন।

তারপর বাবার ঘরে একটা চিরকুট পেলাম। তাতে লেখা- “কেউ যদি

লুকানো ধণ না পাও তবে সে ধন শম্ভুর কাছে সঞ্চিত রইলো।” এই কথার মাথা-মুণ্ড কিছু বুজতে পারলামনা,” বলে সেই ব্যক্তি চুপ করলে, আমি বললাম আমিকি চিরকুট চিরকুট দেখতে পারি? তিনি বল্লেন অবশ্যই। বলে তিনি একটি ছোট্ট বাক্স নিয়ে এলেন, বল্লেন, এই বাক্সতেই চিরকুটটা ছিলো। আমি বললাম কিছু যদি মনে না করেন তবে আমিকি চিরকুটটা নিজের কাছে তদন্তের খাতিরে রেখে দিতে পারি? তিনি সম্মতি জানালে, আমি বললাম তবে আজ

আসি কিছু কিনারা করতে পারলে জানাবো।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে পুরো ঘটনাটা সাজছিলাম, এমন সময় মাথায় এলো পূরণোদিনে লোকেরা বড়ো বড়ো যোদ্ধা ও ঠাকুর-দেবতার নামে নিজেদের কামানের নাম রাখতো। আমি যদি খুব ভুল না মনে করে থাকি ওই গুপ্ত ধন, ওই কামানটির নীচেই আছে। কিন্তু কেনো জানিনা ভদ্রলোক ভদ্রলোককে আমার ঠিক সুবিধার মনে হলো না। এমন সময় মাথায় এলো আছ। ওই ভদ্রলোক যা বল্লেন অর্থাৎ তার বাবার মৃত্যুর ব্যাপারটা, সেটা আদেও মৃত্যুতো? না খুন? পরদিন সকালে যখন এই সন্দেহো স্থানীয় থানার অফিসারের কাছে প্রকাশ করলাম, তখন ধোঁয়াসা কাটলো। আসল ব্যাপারটি হলো এই যে- “তার বাবাকে কেউ খুন করে দিয়েছে কিন্তু এখনো খুনিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।” আমি তখন তাদের গুপ্তধনের ব্যাপারে সব জানালাম ও বললাম ওই ভদ্রলোককে আমার ঠিক সুবিধাজনক মনে হলো না, যার এক মাত্র কারণ তার কথাবলার সময় অহেতুক ঘর্ম নিঃসরণ ও চৌরচোখের চাহনি। তার পর আমি বললাম আমি তাহলে প্রথমে বাড়িতে ঢুকে সেই ব্যক্তিকে সবটা জানানো। তারপর বেগতিক দেখলেই আপনাদের ডাকবো তখন আপনারা বাড়ির ভিতরে ঢুকে পরিস্থিতি সামলাবেন স্কন। অফিসবে সম্মতি জানালে তার পর পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু হলো, আমি বাড়িতে ঢুকতেই সেই ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বল্লেন-“কি কিছু কিনারা হলো?” আমি হেসে বললাম অবশ্যই অপেনার ঠাকুরদার লুকিয়ে রাখা গুপ্তধন কোথায় আছে তা জানা গেছে। তিনি উৎসাহের সুরে বল্লেন কোথায় আছে সেটা? আমি বললাম ওই মজে সাওয়া তোপের নীচে। এ-কথা শোনার পর তার চোখ লোভে চকচক করে উঠলো। তিনি হঠাৎ কোথাথেকে যেনো একটি পিস্তল বাগিয়ে ধরলেন আমার দিকে, আমি তখনাৎ পুলিশবাহিনীকে ডাকলাম। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় আনার অফিসার সহ স-সব্র পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হলো, তিনি তাদের দেখে যেন একটুও অবাক হলেন না। তিনি আবার বল্লেন -“আপনারা চলেময়ান নাহলে আপনাদেরও বাবার মতোই অবস্থা করবো?” আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম অপেনিই তাহলে অপনার বাবাকে খুন করেছেন। তিনি নিঃসঙ্কোচে বল্লেন হ্যাঁ, এমন সময় কখন যে একজন কনস্টেবল ওই ব্যক্তি পিছনে গিয়ে দাঁড়িছেন আমরা কেউ লক্ষ করিনি। তিনি তার বন্দুকের বাটটা দিয়ে ওই ব্যক্তির কাঁধে এমন ভাবে মারলেন যে তার হাত থেকে বন্দুকটি ছিটকে আমার পায়ের কাছে এসে পড়ল। তখনই তৎপরভাবে স্থানীয় থানার অফিসার তাকে গ্রেপতার করলেন। তারপর তিনি আমাকে বল্লেন তাহলে চলুন দেখাযাক আপনার অনুমান সত্য কিনা। আমরা কামানটির কাছে গিয়ে ভাবছি সে কেমন করে গুপ্তধন উদ্ধার হবে। এমন সময় চোখে পরলো কামানটির পাশের জায়গাটি কেমন যেন কাটা। আমি তখন একজন কনস্টেবলকে বললাম জায়গাটি পরিক্ষা করে দেখতে, যে, সে জায়গাটি ফাঁপা কিনা। তিনি পরিক্ষা করে বল্লেন- হ্যাঁ। এমন সময় মাথায় এলো শম্ভু মহাদেবের আরেক নাম, তাই সম্ভবত কামানটির মুখ ইসান কোনে ঘোরালেই দরজাটি খুলবে। আমার সন্দেহই সঠিক হলো, কামানটি ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গেই সব গুপ্তধন পাওয়া গেলো। সেই গুপ্তধনের মূল্য বর্তমানে প্রায় ৪০০০,০০০,০০০,০০ টাকা, পরে শুনেছিলাম সেই ভদ্রলোকের বিচারে ফাঁসি হয়েছিলো।

হস্তিগড় রহস্য

হা

বুল ও সুরেশ দুই বন্ধু। হাবুল পড়া-শোনায় ভালো, সুরেশ পড়া-শোনায় একটু নরম। এবার গরমের ছুটি আসন্ন দেখে হাবুল বল্লো চলনা এবার আমাদের গ্রামে। এক সঙ্গে পাখি শিকার করবো, সুরেশ বল্লো কি দিয়ে পাখি শিকার করবি লাঠি দিয়ে? হাবুল বল্লো নানা! আমার বাবার দুনলা বন্দুক আছে। সুরেশ বল্লো ব্যাস তবে- তো হয়েই গেলো, তাহলে বাড়িতে চিঠি পাঠিয়ে দিই, তার পর যাওয়া যাবে স্কন। তারপর পরদিন তারা হাবুলের গ্রামে গিয়ে পৌঁছলো। সেখান থেকে গিয়ে তারা হঠাৎ জানতে পারলো হাবুলের বিয়ে ঠিক হয়েছে পাশের গ্রামের এক মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটির বয়স ১২ বছর, নাম শিউলি, হাবুল কথাটা মাত্রই আপত্তি করলো। কিন্তু তার বাবার আদেশে সে বল্লো ঠিক আছে। তারপর তারা একটু গ্রমেটা ঘুরতে বেড়ালো। এমন সময় একটি বাড়ি থেকে কারো একটা কান্নার শব্দ এলো। তখন তারা একজনের কাছ থেকে জানতে পারলো যে হরিনাপিত নাকি মারা গেছে তাই তার স্ত্রী এ ভাবে কাঁদছে। এই কথা শুনে হাবুল কিছুটা দুঃখ প্রকাশ করে বল্লো চল তোকে একটা জিনিস দেখাই, সুরেশ জিজ্ঞাসা করলো কী আবার দেখবি তুই? হাবুল বল্লো আমাদের রাজবাড়ি, আমাদের পূর্বপুরুষরা একসময় এখানকার রাজা ছিলেন এবং এই রাজ্যের নামছিলো কি হস্তিগড়। এই কথা বলে হাবুল তাকে একটি মালভূমি অঞ্চলে নিয়ে গেলো। সুরেশ একটা টিলার উপর বসে হাবুলকে জিজ্ঞাসা করলো, কইরে তোর রাজ বাড়ি? তখন হাবুল উত্তরে তাকে একটি গাভীর খাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্লো ওখানে আগে ছিলো। ৬০০ বছর আগে ভূমিকম্পে মাটির তলায় চলে গেছে। কিন্তু তারা পুঁথি লিখে গেছে। বাবার কাছে গল্প শুনিস স্কন। এখন বাড়ি চল। তারপর খেতে বসে হাবুল তার বাবাকে প্রশ্নটা করলো- “হরি নাপিত কি সত্যি মারা গেছে?” উত্তরে ওর বাবা বল্লেন তাইতো মনে হয়, হরিটা হঠাৎ বাড়ালোক হয়ে ছিলো, কি গরিবের সুখ কি আর বেশি দিন নয়। এরপর এই নিয়ে আর কথা হলো না।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে দুই বন্ধু শুয়ে গল্প করছে। এমন সময় সুরেশ বল্লো যদি ওই খাদ নামা যেতো তবে বেশ এক একটা অ্যাডভেঞ্চার হতো বল..! হাবুল কথাটা শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠে বল্লো তোর মাথা ঠিক আছে-তো ? ওখানে নামতে গিয়ে যদি একবার পড়ে জাস, তবে ওখানেই ইহলৌকিক মায়ার অবসান ঘটবে। তবে একটা উপায় আছে দড়ি ঝুলিয়ে সঠিক সাবধানতা অবলম্বন করে সেখানে নামা যেতে পারে। সুরেশ বল্লো যদি তোর বাবা জানতেপারে তবে কী হবে? জানতে পারলে তোর কপালে দুঃখ আছে। হাবুল বললে নানা, কিছু হবেনা। বাবা কাল বিলেতে যাবেন বিয়ের গয়না কিনতে, সেই সুযোগে নামা যেতে পারে। সুরেশ বল্লো তাহলে তাই হোক। পরদিন তারা একটি গাছের সঙ্গে দড়ি বেঁধে দড়ি বেয়ে ওই গভীর খাদের মধ্যে নামলো। নেমেই তাদের নাকে একটি দূরগন্ধ এলো, খাদের ভিতর চারপাশ একটু খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেলো পুরিনাপিতের মৃতদেহ, এবং তার হাতে কি যেন একটা চকচক করছে। সেটি যখন তারা হাতে নিই দেখলো, দেখতেপেলো হস্তিগড়ের

সময়কার কিছু মুদ্রা। এবার ওদের কাছে সবটা পরিষ্কার হলো, হরিনাপিত হস্তিগড়-রাজবাড়ি খুঁজে বের করে তার থেকে মূল্যবান জিনিস-পত্র বিক্রি করে বড়োলোক হয়েছিলো। কিন্তু ধর্মেরকল বাতাসে নড়ে, খাদ থেকে মুদ্রা গুলো নিয়ে ওঠার সময় অসাবধানতা বসত একটি বড় পাথরের ওপর উল্টে পরে ও সেখানেই মারা যায়। তারপর তারা খোঁজাখুঁজি করে রাজবাড়ীর ভেতর প্রবেশের গুহাটা খুঁজে পেলো, যেটা হরিনাপিত ব্যবহার করত এইসব অসৎ কাজের জন্য। তারপর তারা গুহার ভিতর প্রবেশ করলো, হাবুল প্রবেশ করেই সুরেশ কে বলল চল ভিতরটা আরও একটু দেখি, কিছু যদি অবশিষ্ট থেকে থাকে। গুহার মুখে রাখা হরিনাপিতের লঠনটা নিয়ে ওরা দুজন দেখলো অবশিষ্টাংশ কিছু এখনো বাকি আছে। ওরা রাজ বাড়ির একটা ঘর বাদে সব ঘরগুলোই ঘুরে ঘুরে দেখল, যে ঘরগুলো দেখলো তার মধ্যে কোনো দেহাবসের চিহ্ন নেই। হাবুল ঔৎসুক্য প্রকাশ করলো ওই শেষ ঘরটা অর্থাৎ যেটাই ওরা যেতে পারলনা। হতাশ হয়ে হাবুল বন্মো চল এখন বাড়ি যায়। পরদিন তারা সঙ্গে করে দুইনলা বন্দুকটা নিয়ে এলো এবং গুহার ভিতর ঢুকে সটান হাজির হলো ওই শেষ ঘরটার সামনে, এবং নিজেদের কর্ণ সুরক্ষা ধারণ করে হাবুল সটান গুলি চালালে ওই ঘরটির কাদা-মাটি জমা শক্ত স্তরটির দিকে, স্তরটি ফাঁপা হওয়ায় সহজেই ভেঙে গেলো, ভাঙা অংশ পেরিয়ে তারা এগিয়ে চললো, তারপর তারা দেখলো একটি বিশাল হলঘর, ও তার ভিতরে সজ্জিত একটি বিশাল বিছানা। ওরা ঘরের ভিতরের পারিপাটের বাহার দেখে আন্দাজ করতে পাচ্ছিল এটি কতো শয়নকক্ষ হতে পারে। আসবাবপত্রের মধ্যে একটা বাতি জ্বালিয়ে ওই আলোয় ওরা যা দেখলো তা অবিশ্বাস্য। ওরা দেখলো বিছানার ওপর হাবুল ও একটি মেয়ে দিয়ে আছে। সম্ভবত প্রচণ্ড চাপ, তাপ ও বায়ু শূন্যতার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে।

এটা দেখার পর তারা যখন খাদের উপর উঠলো তখন সন্ধ্যা হবো-হবো। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে হাবুলের মা কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো এতোক্ষন কোথায় ছিলি তোরা? তখন আবুল বন্মো ওই জঙ্গলের দিকটায় গেছিলাম। তারপর তারা হাতমুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে মুখোমুখি বসে ব্যাপারটা ভোলার চেষ্টা করছিলো এমন সময় হঠাৎ হাবুল বলে উঠলো আমি এ-বিয়ে করবো না, সুরেশ ব্যস্ত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে, কেন? সে আর কোনো উত্তর দিলো না, পরদিন যখন তার বাবা ফিরে এলেন তখন সে সেই কথা জানাতেই তার বাবা তাকে ধমকে উঠে, বন্মেন বিয়েটাকি ফাজলামি পেয়েছো নাকি?

যে যখন ইচ্ছে হলো করবো আবার ইচ্ছে না হলে করবো না। যাও গিয়ে নিজে করে কাজ করো, পরিস্থিতি একটু ঠান্ডা হবার পর আবুলের বাবা তাকে পবিত্র একটি ছবি দেখালেন। ছবি দেখে হাবুল তার বাবা কে হস্তিগড়ের সমস্ত বিষয় খুলে বন্মো। কিন্তু তার বাবার মুখের ভাব দেখে মনে হলোনা তিনি কথা গুলি বিশ্বাস করছেন। কিন্তু যখন তিনি সব স্বচক্ষে দেখলেন তার কপালে ঘাম দেখা দিতে লাগলো। এরপর তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত স্বরে বন্মেন এ-বড়ো জোটিল বিষয়। চলো পাছ তলার সাধু-বাবার কাছে যায়। কি অদ্ভুত ব্যাপার এতোদিন ওরা ওই সাধু বাবাকে লক্ষ্যই করেনি। তার কাছে গিয়ে সবকিছু বলতেই সব ধাঁধা ঘুচে গেলো। তিনি বন্মেন-“প্রায় ৫০০ বছর আগে ঠিক এইখানেই ছিলো ঘর হস্তিগড়-রাজ বাড়ি। দিনটা ছিলো খুব আনন্দের ছোটো কুমার

বাহাদুরের বিয়ে ছিলো সেদিন, আর কুমারবাহাদুর আর কেউ নয় তুমিই ছিলে, কিন্তু বিধাতা মনে হয় অন্য কিছুই লিখে রেখেছিলেন মহারাজের ভাগ্যে। বিয়ে বাড়ির সব শেষ হবার পরের দিন ছিলো ছোটো কুমারবাহাদুরের ফুলসজ্জা, মহারাজ সেদিন রাতে মহানন্দে গেছিলে শিকার করতে। দুটো বুনোশুয়ার ও একটি হরিণ শিকার করে ভোরবেলা যখন ফিরছিলেন, এমন সময় তার মনে হলো একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক, তিনি ঘোড়াটিকে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে বসে জিরোচ্ছেন এমন সময় তার মনে হলো পৃথিবীটা যেনো তান্তর করছে। ভূমিকম্প থামলে তিনি বিপদটা আন্দাজ করেই ঘোড়া নিয়ে রওনা দিলেন বাড়ির উদ্দেশ্যে, তিনি যখন গন্তব্যে পেছিলেন তখন সব শেষ। কোথায় রাজবাড়ি, সেখানে ছিল ধুলোর কুয়াশা আর এই গভীর খাদ। তারপর তিনি আবার বিয়ে করে সংসার পাতলেন। সেই থেকে আজ তপর্যন্ত কেটে গেছে ৫০০ টা বছর, আর আজ তোমরা সেই ইতিহাসের-ই সাক্ষি হলে।” বলে তিনি একদীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তারপর বলেন যাও বিয়ে করে সুখে সংসার করো। কোনো ভয় নেই আর।

*Artistic
Ballets*

সেই মাথা জীবন্ত

আ

জ সকাল থেকেই মোনটা খুব অ্যাডভেঞ্চারের জন্য লাফাচ্ছিলো। কিন্তু কি আর করার, কোনো কেস নেই। ওহ! কথায় কথায় আমার পরিচয়টাই দেওয়া হয়নি, আমার নাম কৃষ্ণচরণ, আমি পেশায় গোয়ান্দা। আজ সকাল ৮টা ১২ মিনিটে একটা কেস আসলো। ঝিলগাঁও নামক একগ্রামের পাথরের গুহায় এক ষাঁড়ের উৎপাত শুরু হয়েছে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে একান্ডের পেছনে কোনো গল্প আছে।

পরে ইতিহাসটি জানা গেলো, ওই গ্রামের উপকথায় লেখা আছে দেবতা জমরাজের ষাঁড়ের খুলি রয়েছে ওই গুহায়। এই সময় হঠাৎ সে উৎপাত শুরু করেছে। কয়েকজন গ্রাম বাসীদের বিশ্বাস এ-কোনো দুষ্কৃতি দলের কাজ। আবার কয়েকজন জন বল্লো এ-ওই অস্মার কাজ। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, এ কি করে সম্ভব? অবশ্য সেটা বেড় করাই আমার কাজ। এই গ্রামে এসে আমি জমিদার অনিন্দ সেনের বাড়িতে ছিলাম। এখানে এসে আমার দুজন সহকারি পেলাম, প্রথম জনের নাম রাসিদুল এবং দ্বিতীয়জনের নাম অভিসেখ, দুজনেই স্থানীয়থানার পুলিশ। আমি পরদিন রওনা দিলাম সেই পাহাড় প্রদক্ষিন করতে, পাহাড়টি বেশি বড়ো না, সেখানে দুমানুষ উচ্চতায় অবস্থিত একটি গুহার নীচে সুড়ঙ্গ পথ, তার মধ্যে দিয়ে গেল দেখা যাবে একটি মন্দির তারতই মধ্যে ওই খুলি রাখা আছে। মন্দিরটি উচ্চতায় দুই মানুষ-সম এবং চতুরায় এক মানুষসম, মন্দিরটির মাথায় একটি লাল ধজা, মন্দিরের উপরের আংশে হলুদ রং করা এবং মন্দিরের বাকি অংশ লাল রং করা।

আমি মন্দিরটিকে পর্যবেক্ষন করে আবার সুড়ঙ্গপথ ধরে বাইরে বেড়িয়ে এলাম, এবং আবার গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমি মন্দিরটির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম সকাল ১০ টার সময় এবং, আমি মখন ফিরলাম তখন বাজে ১২টা। গ্রামে ফিরে দুটো নতুন জিনিস চোখে পোরলো প্রথমটি হলো গ্রামের আসার পর থেকেই সবাই আমাকে কেমন এক অদ্ভুত-চোখে দেখছে। দ্বিতীয়টি হলো গ্রামের পঞ্চায়েত কথায় কথায় অন্য মানুষ হয়ে পরছেন। এবার আমি না পেরে গ্রামের পঞ্চায়েতকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি কোনো কারণে চিন্তিতো? তিনি প্রায় খতমত খেয়ে চোক গিলতে গিলতে বলেন আপনিই পারেন একমাত্র কার্যসিদ্ধি করতে। আমি বললাম কিছু কি হয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন হয়েছে নয় হয়েছিলো বলুন। কিন্তু হয়েছিলোটা কি? উত্তরে তিনি বলেন পরে বলবো। কারণ এই গ্রামে ওদের গুপ্তচর আজও ঘোরাফেরা করে আর লক্ষ রাখে, কেউ তাদের বিরুদ্ধে কিছু করছে কিনা। এই বলে তিনি চলে গেলেন। রাত প্রায় ১০টা ৩০ নাগাত তিনি এলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি চারপাশটা দেখে বলেন তাহলে শুনুন আসল ব্যাপার, কিছু বছর আগে এক দুস্কৃতি-দল উৎপাত শুরু করেছিলো, তাই গ্রামের লোকেরা তাদের উপর অতিষ্ঠ হয়ে তাদের ফেরাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। কিন্তু সেখান থেকে কিছুজন পালিয়ে বেঁচে যায়। আমার বিশ্বাস, যারা পালিয়ে বেঁচে গেছিলো তারাই দল ভারি করে আবার

উৎপাত শুরু করেছে। এই বলে একটা আতঙ্কপূর্ণ ঢোক গিলে তিনি আমায় নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন। পরদিন সকলে ঘুমথেকে উঠে শুলি তিনি খুন হয়েছেন, তাই আমি ফ্রেস হয়ে মৃতদেহ দেখতে গেলাম, গন্তব্যে পৌঁছে দেখি ইতি মধ্যে অনেক লোক ও পুলিশ এসে উপস্থিত হয়েছে। আমি যেতেই একজন পুলিশ অফিসার বল্লেন আপনি একবার স্পটটা পরিক্ষা করে নিন। কিন্তু বডি স্পর্শ করবেন না। আমি মৃত কাছে যেতেই লক্ষ করলাম মৃতদেহের পিঠের কাছে কিছু একটা গোঁজা আছে। জিনিসটি এমন ভাবে রাখা যাতে মৃতো দেহের কাছে গেলেই চোখেপরে। আমি সেই বস্তুটি হাতে নিয়ে দেখি একটি চিরকুট তাতে লেখা-‘আমাদের কাজে দখল দেবেন না, নাহলে এর মতোই অবস্থা হবে ইতি আপনার শুভাকাজ্জী। আমি একজন পুলিশ অফিসারকে চিরকুটটি দেখালাম, তিনি বল্লেন লেখাটা কোনো পাকা হাতের, বলে তিনি সেটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যস্বরূপ নিজের কাছে রেখে দিলেন। আমি যখন বেড়িয়ে চলে যাচ্ছি জমিদার বাড়ির দিকে, তখন দেখি ভিড় থেকে একজন প্রায় চোখো ধুলো দিয়ে পালানোর মতো জঙ্গলের দিকে হাঁটা লাগালো। আমি তাকে অনুসরণ করে দেখলাম সে একটি গুহায় ঢুকে গেলো। আমিও তার পেছন পেছন ঢুকলাম। গুহায় ঢুকে আমার চক্ষুচরক গাছ। এতো সেই মন্দির যেটাতে ওই খুলি আছে। আমি দ্রুত পুলিশকে খবর দিলাম। এবং বললাম যেনো ফোর্স রেডি রাখে, আজ রাতেই সব সাফ হয়েযাবে। রাত তখন ১১টা ৩০, একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেলো, ঘর থেকে বেড়িয়ে দেখলাম পুলিশের গাড়ি, আমি আমার সাথে আনা পিস্তলটা নিয়ে গাড়িতে চেপে বোসলাম। আমরা যখন গন্তব্যে পৌঁছালাম তখন বাজে ১২টা ৩০মিনিট। আমি রসিদুলকে বললাম আমার মনে হয় ওরা আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়েছে তাই দূরে কয়েকটা আলোর শিখা দেখা গেলো, আলোগুলি দেখা মাত্র কয়েকজন গুলি নিক্ষেপ করলো। তার পর শুধু হলো তুমুল জঙ্গল-যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমরা দুখনেকে ইতি মধ্যে হারিয়েছি। এই নির্মম মৃত্যুভাব চললো প্রায় তিন ঘন্টা ধরে। অবশেষে আমরা যুদ্ধে বিজয় লাভ কোরলাম, এই যুদ্ধের মধ্যে খেয়ালই ছিলোনা গুহার ব্যাপারটা, আর ভাবার জন্য তখন অনেক দেরি হয়েগেছিলো। আমাদের ধারণা ভুল ছিলো, আমরা তখনও যুদ্ধে ষোগ লাভ করিনি, হঠাৎ পিছন থেকে আসা আঘাতে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান যখন ফিরলো তখন আমি হাসপাতালে, আমার অবস্থা খুব সোচনয়। হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর খোঁজ নিলাম সেদিন ঠিক হয়েছিলোটা কী? তারপর যখন সব জানতে পারলাম তখন আমার চোখ কপালে উঠে গেলো। ওই গ্রাম পঞ্জায়তের অনুমান-ই সত্য ছিলো। ওই দুষ্কৃতি দলেরই এই কাজ, ওরা ওই জঙ্গলে রাতের অন্ধকারে চন্দন কাঠ পাচার, নানা বেআইনি অস্ত্র ও ওষুধ, বিষাক্ত ড্রাগস পাচার করত। সেদিনের সেই যুদ্ধ পুরো দলটা বামাল সমেত ধরা পরেছিলো। কিন্তু ওই দলের সর্দার আমাকে আহতো করে পালিয়ে যাওয়ার বৃথা চেষ্টা করেছিল, শেষ পর্যন্ত এক পুলিশ অফিসারর অফিসারের গুলি খেয়ে ঘটনা স্থলেই মারা যায়।

গোরস্থানে তুলকালাম

সুপ্রভাত আমার নাম কৃষ্ণচরণ। আমি পেশায় গোয়েন্দা। আজ সকালে খবরের কাগজের উপর চোখ পড়তেই চক্ষুচরকগাছ। আমার এলাকাসংলগ্ন যে গোরস্থানটা আছে তাতে রয়েছে প্রখ্যাত কলো মাদুকরের সমাধি, সেখান থেকে নাকি তিনজন লোক নিরুদ্দেশ, অর্থাৎ তাদের ওই সমাধির কাছেই শেষ বারের মতো দেখা গেছে।

এলাকার লোকেদের বিশ্বাস এই কিত্তী ওই জাদুকরের আত্মার। আমি খবর পড়া মাত্র ছুট লাগলাম ওই গোরস্থানের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখি কয়েকজন পুলিশ গेटের সামনে দাঁড়ি পাহাড়া দিচ্ছে। আমি ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করতেই একজন পুলিশ বল্লেন-“কে আপনি? এখানে কী চাই?” আমি উত্তরে বললাম আমার নাম কৃষ্ণচরণ, আমি এই কেসটার তদন্ত করতে চাই। আমার এই কথা শুনে তিনি প্রথমে কিন্তু কিন্তু করলেও পরে অন্য একজন এর কাছ থেকে আমার সুখ্যাতি শুনে আমার কথায় সম্মতি জানালেন।

তিনি বল্লেন বেশ, আপনি ভিতরে ঢুকতে পারেন। আমি ভিতরে ঢুকে দেখলাম কয়েকজন পুলিশ একটি জায়গাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে, আমি বুঝলাম ওখানেই সেই জাদুকরের সমাধি আছে। আমি নিজের মতো প্রমাণের আসায় একটু চারপাশ ঘুরে দেখতে শুরু করলাম, এমন সময় দেখি কয়েকজন লোক একটি গাছের নীচে শুয়ে আছে। আমি তাদের শরীর স্পর্শ করতেই আতকে উঠলাম, দেখলাম তাদের একজনেরও শরীরে প্রাণ নেই। আমি তৎখনাত এই সমাধিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ কর্মীদের ব্যাপারটা জানালাম, তারা তাদের প্রাথমিক কাজ শুরু করতেই আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম।

ফিরে আসার পর কেন জানিনা মনে হতে লাগলো যে ওই সমাধীকে ঘিরেই যত রহস্য। এই সব চিন্তা করতে করতে যখন বৈকালিক ভ্রমন করছিলাম তখন আমার চোখে পড়ল কয়েকজন লোক একটি বস্তা নিয়ে সেই জাদুকরের সমাধির দিকে যাচ্ছে। আমি তাদের আটকাতে যাব এমন সময় দেখি তারা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল, যেনো তারা কোনো জাদুবলে হওয়াতে মিস গেলো। আমি তৎক্ষণাৎ পুলিশকে ব্যাপারটা জানালাম এবং বললাম ফোর্স রেডি রাখতে, আজ রাতে সব মানলার বিচার হয়ে যাবে। তখন রাত প্রায় ১১টা ৩৮ বাজে। আমি রাতের খাওয়া শেষ করে গোরস্থানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পরলাম, সেখানে পৌঁছে দেখি পুলিশ বাহিনী তাদের পাজিশন

নিয়ে নিয়েছে। আমিও একজায়গায় ঘাপটিমে বসলাম। প্রায় রাত ১টা৩০ মিনিটে সবাই হতোভঙ্গের মতো খালি দেখলাম, একটি লোক ওই জাদুকরের সমাধির কাছে গিয়ে তার মাথার কাছে থাকা যোগ চিহ্নটা নরাতাই সমাধিটা সরে গেলো ও লোকটি সেই জায়গা থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হলে গেলো। আমরা তৎখনাৎ সেখানে গিয়ে দেখলাম তখন সমাধিটি একটি সুড়ঙ্গে পরিনত হয়েছে। আমরা সেই সুড়ঙ্গ অনুসরণ করতেই একটা বৈজ্ঞানীকশালা গোছের একটা জয়গায় পৌঁছে গেলাম। সেই জায়গাটির যেইদিকে তাকানো যায় শুধুমাত্র লাসভর্তি, এবং কয়েক জন ডাক্তার গোছের লোক একটি জায়গাকে ঘিরে কি সব যেনো করছে। এই সব অসামাজিক কার্যকলাপ দেখে পুলিশ তৎপরতার সাথে তাদের গ্রেপতার করলেন, শুধু তাই নয়, সেখান থেকে উদ্ধার হলো দশ-জন জ্যাক্ত নরনারী, ফর্মেলিনের বড়বড় ড্রাম ও নানা পচন-নিরোধক রাসায়নিক পদার্থ। পরদিন খবরের কাগজে দেখলাম কাল রাতে পুলিশ যাদের গ্রেপতার করেছিলো তারা হলো বিখ্যাত অঙ্গ-পাচারকারির দল। আজ তাদের কোর্টে তোলা হবে। এই ঘটনার কয়েকদিন পর সংবাদপত্র মারফৎ যেনেছিলাম তাদের বিচারে ফাঁসি হয়েছে।

*Artistic
Ballets*

কল্প কথার গল্পচোর

[একসময়কার কথা একগ্রামের একপাঠশালায় ক্লাস চলছে। শিক্ষকমশাই ছাত্রদের বাড়ির কাজ বোঝাচ্ছেন।]

শিক্ষক- শোনো ছাত্রগণ তোমাদের লগে একখান কাজ দিতাছি। তোমাদের পরদিন এক-খান গল্প লিখে আনতে হইব। কি, অসুবিধা নাই তো?

ছাত্রগণ- না.....!

পরের দিন

শিক্ষক- শোনো ছাত্রগণ আজ তোমাদের পাঠ্য বই-এর চতুর্থ অধ্যায়খান পড়ামু। তার আগে কও সবাই গল্প লিখে আনসো-তো?

ছাত্রগণ- হ্যাঁ.....!

শিক্ষক- তাহলে সবাই খাতা এখানে জমা দাও।

[শিক্ষক মশাই পড়ানো শুরু করলেন। পড়ানো শেষ হবার তিনি বাড়িতে দেওমা কাজ দেখতে শুরু করলেন। দুটো খাতা দেখার পর তৃতীয় খাতাটি হাতে নিয়ে]

শিক্ষক-এটা কার খাতা?

[ছাত্রদের ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ছাত্র তুলে]

নির্দিষ্ট ছাত্র-এটা আমার খাতা।

শিক্ষক- এ-কি তুমিতো একেবারে চতুর্থ-অধ্যায়খান টুইকা দিছো।

নির্দিষ্ট ছাত্র- না শিক্ষক-মশাই আমি গল্পটি টুকিনি। গল্পের লেখক আমার গল্পটা টুকে দিয়েছেন।

[শিক্ষকমশাই ছাত্রের এহেন উত্তর শুনে নিজের মস্তিষ্কের ভারসাম্য ঠিক না রাখতে পেরে অজ্ঞান হয়ে পরলেন এবং পুরো পাঠশালার শ্রেনী কক্ষ হাঁসিতে ফেটে পরলো।]



THIS BOOK IS PUBLISHED FROM ARTISTIC BALLETS AUTHOR'S COUNCIL